১. পরীক্ষণ-পদ্ধতির সুবিধা বা গুণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করো।

অন্তর্দর্শন পদ্ধতি অথবা বাহাদর্শন পদ্ধতি অপেক্ষা পরীক্ষণ-পদ্ধতির কতকগুলি অতিরিক্ত সুবিধা আছে।

(১) কোন মানসিক অবস্থার প্রকৃতি নিরূপণের ক্ষেত্রে, সেই মানসিক অবস্থাটি স্বাভাবিক নিয়মে কখন ঘটবে- তার জন্যে অনির্দিষ্টকাল ধরে অপেক্ষা করতে হয় না। পরীক্ষণে কৃত্রিমভাবে মানসিক অবস্থাটিকে সৃষ্টি করা যায় বলে পরীক্ষক তাঁর ইচ্ছামতন এবং বারবার সেই অবস্থাটিকে সৃষ্টি করে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন।

(২) কোন মানসবৃত্তি বিচ্ছিন্নভাবে ঘটে না, অন্যান্য মানসবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটে। অন্তর্দর্শনে বা বাহাদর্শনে কোন মানসবৃত্তির স্বরূপ জানবার সময় সেই মানসবৃত্তটিকে অন্যান্য মানসবৃত্তি থেকে বিশ্লিষ্ট করে জানা সম্ভব হয় না। পরীক্ষণে পারিপার্শ্বিক অবস্থাগুলি পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণে থাকায়, পরীক্ষক মানসবৃত্তিটিকে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মানসবৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তার বিশুদ্ধ রূপটি জানতে সমর্থ হন।

(৩) প্রতিটি মানসবৃত্তির দুটি দিক আছে- আন্তর ও বাহা। অন্তর্দর্শনে আন্তররূপটি ধরা পড়ে ও বাহাদর্শনে বাহ্যিক রূপটি অর্থাৎ দৈহিক রূপটি ধরা পড়ে। এজন্য অন্তর্দর্শনে অথবা বাহ্য মানসবৃত্তির খণ্ডরূপটি জানা যায়। পরীক্ষণে, পাত্রের অন্তর্দর্শন ও পর্যবেক্ষকের আচরণদর্শনের মাধ্যমে মানসবৃত্তির পূর্ণাঙ্গ রূপটির পরিচয় পাওয়া যায়।

(৪) পরীক্ষণ-লব্ধ সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রে গাণিতিক সংখ্যার সাহায্যে প্রকাশ করা সম্ভব হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বুদ্ধির অভীক্ষার (Intelligence Test) উল্লেখ করা যায়। গাণিতিক সংখ্যার মাধ্যমে বুদ্ধির পরিমাপ সম্ভব বলে অনেকে মনে করেন। যে-সব মানসবৃত্তির পরীক্ষণ-লব্ধ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান-পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব, সে-সব ক্ষেত্রে মানসবৃত্তি সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট নিয়মও আবিষ্কার করা সম্ভব হয় বলে অনেকে দাবী করেন। এজন্য বলা চলে যে পরীক্ষণ-পদ্ধতির ওপর নির্ভর করেই মনোবিদ্যা 'বিজ্ঞানের' মর্যাদা লাভ করেছে।